অজ্ঞানকথন ৭: গোয়েবেলীয় প্রচারের নেপথ্যে

-বিপ্লব

ডঃ যোসেফ গোয়েবেল এবং তার বিগ লাই থিওরী আজ কিংবদন্তী। গোয়েবেল বলেছিলেন ' যদি একটা বড় মিথ্যে কথা বলা হয় এবং তা ক্রমাগত বলে যাওয়া হতে থাকে, কিছু দিন বাদে জনগণ তা বিশ্বাস করতে বাধ্য ('*"If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it.")* । পরবর্ত্তীকালে এর ওপর মনস্তত্ববিদরা গবেষনা করেন এবং তারাও একমত হন

His primary rules were: never allow the public to cool off; never admit a fault or wrong; never concede that there may be some good in your enemy; never leave room for alternatives; never accept blame; concentrate on one enemy at a time and blame him for everything that goes wrong; people will believe a big lie sooner than a little one; and if you repeat it frequently enough people will sooner or later believe it-**Office of Strategic Service to United States.**

অর্থাৎ যদি একই কথা একটা লোক বার বার বলতে থাকে, তা যতই তার শত্রুরা মিথ্যা প্রমান করুক না কেন-তুমি বলে যাও। এবং বলে যাও। একদিন লোকে তোমাকেই বিশ্বাস করবে কারণ, অধিকাংশ লোকই যুক্তি খুঁটিয়ে দেখে না। এবং ভাববে এর মধ্যে সত্য না থাকলে লোকটা বারবার বলছে কেন!

পাঠক মনে রাখবেন, ডঃ গোয়েবেল ১৯২১ সালে দর্শন শাস্ত্রে হাইডেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি পান। এখন পি এইচ ডি এবং গাধার এক দর, তখনকার দিনে কিন্তু জার্মানীতে খুব উচ্চমেধার লোক ছারা দর্শনে পি এইচ ডি করত না।

অর্থাৎ এই ধরনের বদমাইশি অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতরা করে না-করে সব থেকে উচ্চশিক্ষিত লোকেরা।

সৃষ্টিবাদিরা ইন্টারনেটে ঠিক এই গোয়েবেলীয় মনস্তত্ত্বের সাহায্য নিচ্ছে। এদের অনেকেরই নামের পেছনে একটা না, কখনো সখনো দুটো পি এইচ ডি আছে। রায়হানের আচরন থেকে আমি দেখাচ্ছি কি ভাবে কাজ করে এই গোয়েবেলীয় প্রচার যন্ত্র। আমি দুটো উদাহরণ দেবো।

১) ঘরির সৃষ্টিকর্ত্তা বা ওয়াচ মেকার সমস্যাঃ

রায়হান দেড়মাস আগে লিখলো (এর আগেও লিখেছে)

- রিচার্ড ডকিন্সের একটি যুক্তি, "ঘড়ির কারিগরের পিতা থাকলে মহাবিশ্বের কারিগর ঈশ্বরের পিতা থাকবে না কেন?" প্রথমতঃ ঘড়ির কারিগরের পিতা থাকলে মহাবিশ্বের কারিগরেরও যে পিতা থাকতেই হবে এ কথা কে বলেছে? এটা এক ধরনের হেত্বাভাস (Logical fallacy)। ব্যতিক্রম কেস কি থাকতে পারে না? দ্বিতীয়তঃ রিচার্ড ডকিন্স যে ইভ্যলুশন তত্ত্বকে বিশ্বাস করেন সেই তত্ত্ব দিয়েই তো তাঁর এই যুক্তিকে সহজেই ধরাশায়ী করা যায়। ইভ্যলুশন তত্ত্ব অনুযায়ী প্রথম জীব কোন পিতা-মাতা ছাড়াই ইভ্যলভ্ করেছে। রিচার্ড ডকিন্স এই সত্য সহজেই মেনে নিতে পারলে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে একই সত্য মেনে নিতে পারছেন না কেন?

আমি এর উত্তর দিয়েছিলাম কেন রায়হানের লজিক ক্লাস ওয়ানের বাচ্চাদের ভুলঃ

http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Random_madness.pdf

এবার সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ভাবুন।

অনুমান>> আমরা বলি সৃষ্টি স্বতস্ফূর্ত-অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার দরকার নেই।

একটাই মাত্র অনুমান

ঈশ্বরে বিশ্বাসীর দৃষ্টিভংগীঃ

অনুমান ১> সৃষ্টির পেছনে সৃষ্টিকর্ত্তা লাগে
অনুমান ২>> সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা নেই

প্রথমত অনুমান ১ এবং ২ পরস্পর বিরোধি। তারপরেও যদি সত্য বলে ধরে নিই, বিশ্বাসীদের মডেলে লাগে দুটো অনুমান। যেখানে বৈজ্ঞানিক মডেলে মাত্র একটা। অর্থাৎ অক্কামের ক্ষুরে সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক মডেল ই শ্রেষ্ঠতর।

খুব সামান্য ব্যাপার। রায়হানের লজিক অনুযায়ী **দুটো পরস্পর বিরোধি** অনুমান **একসাথে** নিতে হয়-মানুষ সৃষ্টিতে সৃস্টিকর্ত্তার দরকার, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতে তা দরকার নেই। অর্থাৎ গোঁজামিল-সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি যদি বিবর্তন দিয়ে হয়, তাহলে মানুষের সৃষ্টি বিবর্তন দিয়ে হবে না কেনরে বাবা? কেও যুক্তিবাদি হলে এই যুক্তির ত্রুটি নিয়ে ভাবতো। আর ভেবে কুল না পেলে, পরবর্ত্তী লেখায় ওটা লিখতো না। কিন্তু যে ধর্মপ্রচারে নেমেছে তার কাছ থেকে এইটুকু সততা কি আশা করা যায়? যায় না। তাই দেড়মাস বাদে আবার একই কথা লিখলো। শুধু ভাষাটা অন্য—

যুক্তি-১ : ঈশ্বরের পিতা

(ক) ঘড়ি বানায় ঘড়ির কারিগর। ঘড়ির কারিগরের পিতা আছে, পিতার পিতা আছে, পিতামহের পিতা আছে .... অসীম পর্যন্ত যেতে হবে? (খ) মহাবিশ্ব বানিয়েছে মহাবিশ্বের কারিগর। মহাবিশ্বের কারিগরেরও পিতা থাকতে হবে, পিতার পিতা থাকতে হবে, পিতামহের পিতা থাকতে হবে .... এক্ষেত্রেও অসীম পর্যন্ত যেতে হবে? (গ) সুতরাং ঘড়ি'র যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে।

যুক্তি খন্ডন : ইভ্যলুশন তত্ত্বের আলোকে যদি পিতা-মাতা খুঁজতে খুঁজতে পেছন দিকে যাওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে প্রথম জীবের কোন পিতা-মাতা নেই! প্রথম জীব যদি কোনভাবে একটি ঘড়ি বানাতে সক্ষম হতো সেক্ষেত্রে সেই ঘড়ির কারিগরের কোন পিতা-মাতা থাকতো না! সুতরাং নাস্তিকদের এই যুক্তি একদমই ভুল। অর্থাৎ মহাবিশ্বের কারিগরের পিতা-মাতা নাও থাকতে পারে। ইভ্যলুশন তত্ত্ব যদি সত্য হয় সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানই কিন্তু নাস্তিকদের 'ঈশ্বরের পিতা' যুক্তিকে ধরাশায়ী করলো!

এমন ক্লাশ ওয়ানের ভুল একটা পি এইচ ডি করা ছাত্র বুঝবে না! নিশ্চয় বুঝেছে, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে গোতেবেলীয় তত্ত্বে তার বিশ্বাস বেশী। সুতরাং হিজ মাষ্টার ভয়েসের মতন সেই একই রেকর্ড বাজাচ্ছে।

উদ্দেশ্যটা অবশ্যই অসৎ।

উদাহরন২: প্রকৃতি এবং বিবর্তন একটি বিশৃঙ্খল পদ্ধতির ফসল-এর মধ্যে কোন ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য নেইঃ

দেড়মাস আগে এই ধর্মপ্রচারক বালকটি লিখেছিলঃ

> - এই মহাবিশ্বটা শুধুই ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম অ্যাকসিডেন্টের ফলাফল হলে অনেক প্রসেস বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে নির্ধারিতভাবে (Deterministically) রান করার কথা না। যেমন সৃষ্টির শুরু থেকে মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর ধরে এ পর্যন্ত একটি প্রাণীও বেঁচে থাকে নাই! সুতরাং খুব জোর দিয়েই বলা যায় যে, মৃত্যু একটি ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস (Deterministic process)। অনুরূপভাবে, মহাবিশ্বের শুরু থেকে বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ অক্ষে সুবোধ বালকের মতো ঘুরছে! একটি এনার্জি (?) বিস্ফোরিত হয়ে পার্টিকলগুলো (?) পুনরায় একত্রিত হয়ে ছোট ছোট বল তৈরী করে নিজ নিজ অক্ষে শূন্যে ঘোরা শুরু করে নাকি? ওহ্ মাই গস! কেন ও কী এমন শক্তিবলে ঘুরছে যে একদমই থামছে না! সুতরাং এক্ষেত্রেও খুব জোর দিয়েই বিষয়টিকে একটি ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস বলা যেতে পারে। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। তুচ্ছ কিছু র‍্যান্ডম প্রসেসও থাকতে পারে। যাহোক, কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে অনেক প্রসেস নির্ধারিতভাবে রান করার আদৌ কি কোন সম্ভাবনা আছে?

এর উত্তরে আমি আমার দুটো লেখায় খুব পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছিলাম কেন কোয়ান্টাম রিয়ালিটির জন্য এই জগৎ এবং রিয়ালিটি আসলেই বিশৃঙ্খলাময় বা র‍্যান্ডম। রায়হানের উপোরোক্ত বক্তব্য প্রলাপের বেশী কিছু নয়। এটাও প্রমান করা হয়েছিল র‍্যান্ডম সিষ্টেম কাকে বলে সে জানে না।

http://www.vinnomot.com/BiplabPal/ignorant_Raihan.pdf

http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Random_madness.pdf

> গ্রহ নক্ষত্রের ঘূর্নন এর জন্যও এক ই সত্য! কেও কি জানে সূর্য্য কবে মারা যাবে? এই পৃথিবী চিরকাল ঘুরবে না-সূর্য্যের বয়সকালে এও মারা যাবে এবং সেটা ঠিক ঠাক বলা সম্ভব নয়। একটা অনুমান করা যায় মাত্র। পৃথিবীর ঘূর্ণন একটা কম সময়ের স্কেলে ডেটারমিনিষ্টিক-মহাজাগতিক স্কেলে এই রকম অসংখ্য গ্রহ জন্মাচ্ছে এবং তারা মারাও যাচ্ছে। অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্রের ঘূর্ণন একটা ছোট স্কেলে ডেটারমিনিষ্টিক হলেও এই মহাজগতের ঘটনাবলী সবটাই র‍্যান্ডম। যেটা ডেটারমিনিষ্টিক বলে দৃশ্যত, তা সেই র‍্যান্ডম জগতের এপ্রক্সিমেশন। পদার্থবিজ্ঞানে র‍্যান্ডমনেসের পেছনে আছে অনুপরমানুর অসংখ্য সংঘর্ষ এবং কোয়ান্টাম বাস্তবতা।

ও আরো দাবি করে বিবর্তন র‍্যান্ডম নয়, তা নাস্তিকদের কারসাজি। দেখানো হয়েছিল ক্রিয়েশনিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে রায়হানের চোতা একধরনের হাতসাফাই। বিবর্তন র‍্যান্ডম নয় এটা ক্রিয়েশনিজমে বিশ্বাসী অপরাধীদের অপপ্রচার, তা আমেরিকার প্রতিটা বিজ্ঞান সংস্থা পেপারে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাতে বাধ্য হয়েছে। রায়হান এই ধাপ্পা প্রথম বাজারে ছারে সেপটেম্বর মাসে-তখন অভিজিৎ এবং বন্যা ওকে পিটিয়েছিল এবং কানমলে সে স্বীকার করতে বাধ্য হয় বিবর্তন নিয়ে সে কিছু না পড়েই এসব লিখে ফেলেছে। দুমাস বাদে নভেম্বরে আবার সেই একই কথা তুললো।

অনেক আগে থেকেই বিবর্তনবাদকে একটি সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট হিসেবে প্রচারের কাজ খুব ভালভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছে! অথচ বিবর্তনবাদের উপর হাজারো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারে না! প্রচার করা হয়েছে এই বলে যে, ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম সিলেকশনের মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র জীব থেকে সকল প্রাণীজগত বিবর্তিত হয়েছে। পাঠক, ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম শব্দ দুটি লক্ষ্য করুন। ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম শব্দ দুটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা কিন্তু সম্ভব নয়। অথচ সেটাকে বিজ্ঞানের নামে প্রচার করা হয়েছে! এই শব্দ দুটিই হচ্ছে নাস্তিকতা প্রচারের মূল হাতিয়ার! মনে রাখবেন, বিবর্তনবাদের সাথে ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম সিলেকশনের কোনই সম্পর্ক নাই, তবে নাস্তিকতার সাথে অবশ্যই সম্পর্ক আছে। বিবর্তনবাদ একটি র‍্যান্ডম নাকি ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস - সেটা নির্ভর করবে আপনি নাস্তিক নাকি আস্তিক। 'ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম' ধরে না নিয়েও বিবর্তনবাদকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব। অর্থাৎ বিবর্তনবাদ তত্ত্বের সাথে 'ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম' তত্ত্বের কোনই সম্পর্ক নাই। বিজ্ঞানের নামে নাস্তিকতা প্রচারের এটি একটি প্রপাগান্ডা মাত্র।

এবার আমি রেগে গিয়ে লিখলাম-(অজ্ঞান কথন-৩)

http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Raihan_riddle3.pdf

বিবর্তনের মূলে আছে মিউটেশন-যার র‍্যান্ডমনেস নিয়ে অজস্র বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম হয়েছে এবং এটা প্রমানিত সত্য মিউটেশন র‍্যান্ডম প্রসেস। একটা নিউক্লিওটাইড কোডের পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা ১০-৯। এর মধ্যে সব পরিবর্তন বিবর্তনের কাজে আসবে তা কিন্তু নয়।

বিবর্তনের মধ্যে যে ডেটারমিনিজমটা আমরা দেখি সেটার কারণ -এই র‍্যান্ডম মিউটেশনগুলোর মধ্যে সেগুলোই সিলেক্ট হয় যেগুলো প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য সুবিধাজনক । এটাই ডারউইনবাদ। সুতরাং রায়হান যেটা দাবি করছে বিজ্ঞান বলে প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্লাইন্ড-তা বিজ্ঞান দাবি করে না। এটা ওর জানার ভুল (আর কত ভুল ধরবো দাদা!)। মিউটেশন র‍্যান্ডম-তার সিলেকশন কিন্তু হয় প্রকৃতিকে মেনে। এটার মধ্যে যে ডেটারমিনিজমটা আছে সেটাও একটা আপেক্ষিক ডেটারমিনিজম কারণ-প্রকৃতিও র‍্যান্ডমলি বদলায়। আজ থেকে সত্তর মিলিয়ান বছর আগে এস্টারয়েড ধাক্কা মারায় পৃথিবীতে নেমেছিল তুষারযুগ। সেটা ছিল আবহাওয়ার র‍্যান্ডম পরিবর্ত্তন-আর তাতেই হারিয়ে গেল ডাইনোসররা। আর আমরা -মানে স্তন্যপায়ীরা পৃথিবীতে নির্বাচিত হতে লাগলাম দ্রুতগতিতে। অর্থাৎ প্রকৃতির এই র‍্যান্ডম পরিবর্ত্তন না হলে

অভিজিৎ এবং বন্যা আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল-এসব কথা লিখে লাভ নেই। এর উত্তর দেওয়ার মতন জ্ঞান তার নেই এবং সেই ফাটা ঢোল আবার বাজাবে। কারণ ও ধর্মপ্রচারে নেমেছে। ওরা ঠিকই বলেছে- আমি ওদের তখন বিশ্বাস করি নি। মানুষের মনুষত্বে আমার অগাধ বিশ্বাস-আমি ওদের বললাম আশা করি আর ও ওইসব দিকে পা বাড়াবে না! কি করে তখন জানবো , সে সত্যিই যুক্তিতর্ক নয়-ধর্মপ্রচারে নেমেছে! সুতরাং কোন চক্ষুলজ্জাই ওর আর বাকী নেই!

আমাকে অবাক করে ডিসেম্বর মাসে আবার বাজলো সেই একই বাদ্যি!!!!

যুক্তি-৫ : ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম তত্ত্ব

নাস্তিকদের বিশ্বাস অনুযায়ী, ন্যাচার নাকি ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম এবং সামনে-পেছনে কোন কিছু দ্যাখে না!

যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ন্যাচার যে ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম এবং সত্যি-সত্যি সামনে-পেছনে দ্যাখে কি না সেটা তারা কীভাবে জানলেন? উদাহরণস্বরূপ, মৌমাছির আগের ও পরের ধাপ র‍্যান্ডম নাকি ডেটারমিনিস্টিক সিলেকশন সেটা তারা কীভাবে নিশ্চিত হলেন? অর্থাৎ স্টেপ-বাই-স্টেপ একটি জীব থেকে আরেকটি জীব যে বিবর্তিত হয়েছে (?) সেটা প্রি-ডিটারমাইন্ড নাকি র‍্যান্ডম সেটা কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আমরা অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিবাদ করছি যে, নাস্তিকদের উপরোক্ত যুক্তি অবৈজ্ঞানিক। ইভ্যলুশনের সাথে 'ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম' তত্ত্বেরও কোন সম্পর্ক নাই। 'ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম' তত্ত্ব যেহেতু না-বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু এই তত্ত্ব ছাড়া নাস্তিকরা একদমই অসহায়! তারা 'আলোকিত ও ডেটারমিনিস্টিক' তত্ত্বকে ভয় পায়!

শুধু শব্দগুলো আলাদা করে একই কথা লিখলো যা খুব পরিষ্কার ভাবে
http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Raihan_riddle3.pdf

এই প্রবন্ধে (অজ্ঞান কথন-৩) আমি প্রলাপগাথা বলে দেখিয়েছিলাম। আমি লিখেছি কি ভাবে একটা সিস্টেমকে র‍্যান্ডম প্রমান করা হয়। এর একটাও উত্তর সে দেয় নি-সম্ভবও না। কারণ আমি বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তুলে ধরেছি মাত্র।

অর্থাৎ এর সাথে তর্ক করে লাভ নেই। কারণ সে গোয়েবেলীয় মনস্তত্ত্বে বিশ্বাস করে -পাঠক মিলিয়ে নিন গোয়েবেলের কথা এবং রায়হানের কীর্তি—- never allow the public to cool off; never admit a fault or wrong; never concede that there may be some good in your enemy; never leave room for alternatives;

আমি কুকীর্তির আরো লম্বা প্রমান দিতে পারি। কিন্ত নষ্ট করার মতন সময় আমার হাতে নেই।

বস্তুত নাস্তিকদের বিরুদ্ধে ও যে ফর্দটা দাঁড় করিয়েছে, তার মধ্যে নতুন কিছু নেই। সবই এর আগে খন্ডন করা হয়েছে-প্রমান করা হয়েছে, ওর লেখার সাথে বিজ্ঞানের তিলমাত্র সম্পর্ক নেই। কারণ বিজ্ঞানটা ও কিছুই শেখে নি। এবং এর বিরুদ্ধে একটাও কোন লজিক সে দাঁড় করাতে পারে নি। তবুও গোয়েবেলীয় প্রচার অব্যাহত।

তবুও ওর গুলগাপ্পা ফর্দের কিছু পয়েন্টের উত্তর দিয়ে পরের কিস্তিতে আবার দেখাবো বিজ্ঞান কত কম জানলে লোকে এমন মূর্খামি করে। তবে লাভ আছে বলে মনে হচ্ছে না-কারণ দেখাই যাচ্ছে ওর উদ্দেশ্যটা গোয়েবেলীয়। এখন ওয়েবসাইটের সম্পাদকরাই ঠিক করুন তারা তাদের ওয়েবসাইট এমন অসৎ এবং ঘৃণ্য গোয়েবেলীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে দেবেন কি না।

ঈশ্বরে বিশ্বাস খুঁজে পাওয়া খারাপ না-কারণ তা দুর্বল মানুষকে অনুপ্রেরণা জোগায়। সমস্যা হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস খুঁজে পেয়ে মাদার টেরেসাও তৈরী হতে পারে -আবার বিন লাদেনের মতন সন্ত্রাসীও তৈরী হয়। লন্ডন তথা ৯-১১ এর অনেক সন্ত্রাসীই প্রথম জীবনে বিশ্বাসী ছিলনা-কোরান পড়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস খুঁজে পায়। যেমটা রায়হান পেয়েছে। যারা পৃথিবীটাকে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীর মধ্যে ভাঙে, তাদের ক্ষেত্রে ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে সন্ত্রাসবাদী তৈরী হয় -এটা আজ গোটা বিশ্বে ইসলামের মধ্যে প্রবল ভাবে প্রত্যক্ষ। প্রমানিত। অস্বীকার করার কোন জায়গা নেই। কারণ কোরান সেই ভাবেই মুসলমানদের ভাবতে শেখায়। কোরানের মূল সুরই হচ্ছে অবিশ্বাসীর প্রতি আল্লার কঠোর মনোভাব! পাঠকও লক্ষ্য করুন, যবে থেকে

এই বালকটি ঈশ্বরে বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে তবে থেকে এর একটাই কাজ-ধর্মের জন্য বিজ্ঞানকে বিকৃত করে গোয়েবেলীয় প্রচার। এক কথায় তথ্যসন্ত্রাস এবং চূড়ান্ত মিথ্যাচারিতা।

আমি ভিন্নমতে বারবারা পাইনার বলে এক মহীসয়ী মহিলার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস খুঁজে পেয়ে নিজের সমস্ত সাধ, সাধ্য এবং সাধনা ভারতের দরিদ্র ছাত্রদের আর্থিক সাহায্যের জন্য ব্যয় করেন। এই পঁচাত্তর বছর বয়সে ক্যান্সার নিয়েও ভদ্রমহিলা ক্যালিফোর্নিয়ার সর্বত্র গরীব ছাত্রদের জন্য টাকা তুলছেন-

http://www.vinnomot.com/test/interview/asti_interview.htm

তিনি নিজে ঈশ্বর বিশ্বাস বলতে কি বোঝেন সেটা আমি ইন্টারভিউ থেকে তুলে দিচ্ছিঃ

Biplab: Don't you think religion is responsible for dismal discrimination of women in India?

Barbara: Religion is a dynamic process of growth. All the problems root from the concept of static world of religion restricted within scriptures. To me, Vivekanda's teaching is religion. He told, it is in the human service, we worship God. I am also intrigued by Swami Ranganathanand's interpretation of Upanishad.

যাইহোক তার মোদ্দা বক্তব্য ছিল-এই সব দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের তিনি নিজের ঈশ্বর বলে মনে করেন। সেটাই তার অনুপ্রেরণা। বাইবেল-কোরান-গীতা বর্ণিত ঈশ্বরে তার বিশ্বাস নেই। তার বিশ্বাস-জীবসেবাই আসল ঈশ্বর ভজন।

এটাই আসল কথা। লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস খোঁজে অনুপ্রেরণার জন্য। এই অনুপ্রেরণার ভিত্তি যদি হয় মানবিকতা -কোন অসুবিধা নেই। আমাদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো। যদিও আমি ধর্ম বিরোধি, ঈশ্বর আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় শব্দ-তবুও আমি মানবিক কারণে রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে জড়িত।

কিন্ত ঈশ্বর বিশ্বাস যখন, পৃথিবীটাকে আমরা ও তোমরা, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ইত্যাদি অবোধ কতগুলো ভয়ংকর সর্পিল চেতনায় মানুষকে কারারুদ্ধ করে, তখন সেখান থেকে কিছু অপরাধীর জন্ম হতে পারে মাত্র। মানুষ নয়। যেটা বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম বাদে হিন্দু-ইসলাম-খ্রীষ্টান ইত্যাদি সব ধর্মগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পাওয়া যাবে। এবং অতিরিক্ত কোরান পঠনের ফলে রায়হানের ভাষাটাও তাই-ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলে মানুষ নোংরামোতে বিশ্বাস করবে! যদিও সমাজবিজ্ঞানের গবেষনা বলে ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের মধ্যে চোর এবং খুনিদের শতাংশ হার অবিশ্বাসীদের থেকে অনেক অনেক বেশী। যাগগে সেটাও কোন কথা নয়-আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই ধরনের বিভেদ মূলক চিন্তাধারাই মানুষকে জিহাদি পথে ঠেলে দেয়।

যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস এসেই থাকে, সেটা হৃদয়ে রাখুন-সেটাই মাদার টেরেসার পথ। গান্ধীর পথ। অন্যপথটা হচ্ছে পৃথিবীটাকে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীতে ভেঙে কুকর্ম করা-আপাতত রায়হানের মতিগতি সেই দিকেই এগোচ্ছে।

পৃথিবীটাকে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীতে ভাঙা ইসলামিক সংস্কৃতির সব থেকে অন্ধকারতম দিক। আমি ভাবছিলাম রায়হান ইসলাম সংস্কারে নেমেছে। এখন দেখছি সে নিজেই ইসলামিক সংস্কৃতির সব থেকে জঘন্য দিকটার ভিক্টিম হয়ে বসে আছে। নইলে কারুর এত বড় স্পর্ধা হয় বলার, মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস না করলে ডার্ট মানে আবর্জনায় বিশ্বাস করে?

[চলবে]

ক্যালিফোর্নিয়া ১২/২২/০৬